সমকাল

তারিখ 05 DEC 2013
পৃষ্ঠা ২০

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা কমিয়ে আনার চিন্তা

■ সমকাল প্রতিবেদক

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে স্কুলগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা কমিয়ে আনার চিন্তা করছেন কোনো কোনো স্কুল প্রধান। তবে সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমনটি করার পক্ষপাতী নয়। এ ছাড়া চলতি বছর ওপরের শ্রেণীতে অটো প্রমোশন দেওয়ারও কোনো পরিকল্পনা আপাতত সরকারের মাঝে নেই বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা সমকালকে নিশ্চিত করেছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা সমকালকে বলেছেন, অভিভাবকরা তাদের নিজ নিজ সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের নজরেও তা এনেছেন। রাজধানীর স্কুলগুলোতে শুক্রবারে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হলেও ঢাকার বাইরে কোনো কোনো স্থানে শুক্রবারেও স্কুল শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছে। রাজধানীর খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এখনও বার্ষিক পরীক্ষা শুরুই

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করা যায়নি। এ অবস্থায় ঢাকার বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক পরীক্ষা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। আবার কেউ কেউ অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফলের গড়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করার পরিকল্পনা করছে। এ ধরনের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নালন্দা বিদ্যালয়, স্কলার্স, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রূপনগর আবাসিক বিদ্যালয়সহ বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এ ব্যাপারে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ফেরদৌস আরা সমকালকে বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা পরীক্ষা কমানোর চিন্তা করছেন। এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো কমাতে হতে পারে। তিনি জানান, প্রতিবছর তারা এইচএসসিতে ১২০০ নম্বরের টেস্ট পরীক্ষা নেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এবার তা কমিয়ে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা নিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের কেবলমাত্র দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা নিয়েছেন। জানা গেছে, রেসিডেন্সিয়াল মডেলে ২১ নভেম্বর বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হলেও অবরোধের কারণে ২৬ নভেম্বর থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য শুক্রবারগুলোতে পরীক্ষা নিয়ে তারা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এখও ৪টি পরীক্ষা বাকি রয়েছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম জানান, পরীক্ষা কমানোর চিন্তা তারা করছেন না। তবে পরীক্ষা শেষ করা নিয়ে মহাফাঁপরে রয়েছেন। সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর আরও ৬টি পরীক্ষা বাকি রয়েছে। তিনি বলেন, তাদের শিক্ষার্থীরা মিরপুর এমনকি নারায়ণগঞ্জসহ দূর-দূরান্ত থেকেও আসে। তাই তারা চিন্তিত।

মনিপুর স্কুলের অধ্যক্ষ মো. ফরহাদ হোসেন বলেন, পরীক্ষা না কমিয়ে তারা ফাঁকে ফাঁকে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ছুটিছাটা মিলে বেশকিছু পরীক্ষা নিয়েছেন। তিনি জানান, মঙ্গলবারের মধ্যে তারা স্কুল শাখার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে পারবেন বলে আশা করছেন।